Chain_Layout 1 3/28/2024 6:19 AM Page 1

পাক্ষিক পত্রিকার জন্য
গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সংবাদ প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি লেখকের নাম, ঠিকানা, দূরভাষ সহ সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠান।
নির্বাচিত লেখা প্রকাশিত হবে।
সম্পাদক
বাংলার সমৃদ্ধ অঙ্গন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংবাদ বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

বাংলার সমৃদ্ধ অঙ্গন

হোলি ও দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

১৬-৩১ মার্চ, ২০২৪ • ১৮ তম বর্ষ • ১৮ সংখ্যা • R.N.I. NO. WBBEN/2007/21350 DL.NO.138 Dt.27-06-12 • মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে সাত দফায় নির্বাচন

দিবাকর দত্ত— জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ১৬ই মার্চ ২০২৪

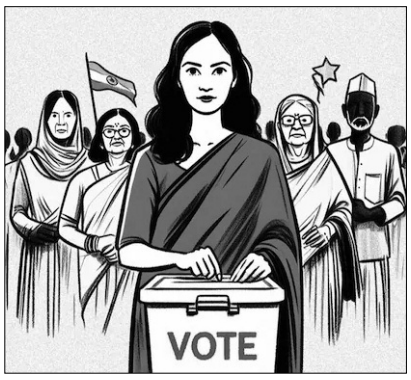

নয়াদিল্লিতে মোট সাত দফায় নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ করলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই লোকসভা নির্বাচন পর্ব শুরু হবে ১৯শে এপ্রিল ২০২৪, শেষ হবে ১লা জুন ২০২৪ এবং ভোট গণনা করা হবে ৪ঠা জুন ২০২৪। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফা ভোট হবে ১৯ এপ্রিল (কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে)। ২য় দফায় ভোট হবে ২৬ এপ্রিল (রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে)। ৩য় দফায় ভোট হবে ৭ মে (মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে)। ৪র্থ দফায় ভোট হবে ১৩ মে (বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান-দুর্গাপুর, বীরভূম, আসানসোল ও বোলপুর কেন্দ্রে)। ৫ম দফায় ভোট হবে ২০ মে (বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হুগলী ও আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে।) ৬ষ্ঠ দফায় ভোট হবে ২৫ মে (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কাঁথি, তমলুক ও ঘাটাল-এ। শেষ অর্থাৎ ৭ম দফায় ভোট গ্রহণ হবে ১লা জুন (দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ডহারবার, কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে। পশ্চিমবঙ্গে ২টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৭ মে ভগবান গোলা এবং ১লা জুন বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রে।

শান্তি সুধা বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা— শান্তি সুধা শিশু বিদ্যালয় ও মিউজিক সেন্টারের ৩৫ তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ২৪ ফেব্রুয়ারি গার্ডেনরীচের শ্রমিকভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ যথা বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল সেনগুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক হৃষীকেশ পাল ও বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কাবেরী ঘোষালকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ইত্যাদি দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং উক্ত সংগঠনের আয়োজিত ক্রীড়া

ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৃষ্টি জানা এবণ পরে সুনন্দা বাগড়ি। তাদের তবলায় সহযোগিতা করেন সোমনাথ দাস। সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আবৃত্তি, নৃত্য, ও সমবেত নৃত্য পরবেশন করে। অনুষ্ঠানে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ এবং সভাপতি শৌভিক দাস উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়তা করেন। এখানে উল্লেখ্য, উক্ত বিদ্যালয় এবং সঙ্গীতশিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ঁঅনিমেষ দাসের স্মরণে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোমনাথ দাস।

মোমিনপুরে মেট্রো রেলের স্তম্ভ নির্মাণের কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা— কিছুটা ধীরগতিতে হলেও জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। আপাততঃ মোমিনপুরে মেট্রো রেলের স্তম্ভ নির্মাণের কাজ চলছে। বর্তমানে মেট্রোরেল জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত চালু রয়েছে। তারাতলার পরে মাঝেরহাট স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলছে। চলতি বছরেই মাঝেরহাট পর্যন্ত মেট্রো চলতে পারে বলে অনুমান। এরপর মেট্রো রেলপথ নির্মাণ মোমিনপুর, খিদিরপুর হয়ে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে পৌঁছবে ইতিমধ্যেই এই ঐতিহাসিক সৌধের কাছে স্টেশন নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এর পরবর্তী দুটি স্টেশন হবে পার্কস্ট্রিট ও এসপ্ল্যানেড-এ। এই স্টেশন দুটি নির্মাণের জন্য কলকাতা ময়দানের পাঁচটি ক্লাবের তাঁবু অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হবে। ক্লাবগুলি হল— কলকাতা পুলিশ ক্লাব, ক্যানেলস ক্লাব, রাজস্থান ক্লাব, কালীঘাট ক্লাব এবং খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব। এছাড়া কলকাতা মাউন্টেড পুলিশ প্যাডক ও তাদের হর্স রাইডিং স্কুলও অন্যত্র সরে যাবে। এই মর্মে কলকাতা পুলিশ ও পুরসভা, মেট্রোরেল বিকাশ নিগম, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং রাজ্য পরিবহন দপ্তর কর্তৃপক্ষ এক যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

Chain_Layout 1 3/28/2024 6:19 AM Page 2

বাংলার সমৃদ্ধ অঙ্গন

সম্পাদকীয়

১৬-৩১ মার্চ, ২০২৪

নির্বাচনী বন্ড রাজনৈতিক যৌতুক

সম্প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ৬ মার্চ ২০২৪ এর মধ্যে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ককে, ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ড সণক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিষদভাবে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। অতপর নির্বাচন কমিশন, প্রাপ্ত সেই তথ্যবলী ১৩ মার্চের মধ্যে বিষয়টি সর্বসমক্ষে উপস্থিত করবেন। এর মাধ্যমে কোন কোন কর্পোরেট সংস্থা, কোন রাজনৈতিক দলকে কত টাকা দিয়েছে, তা প্রকাশ পাবে। স্টেট ব্যাঙ্ক আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। অর্থাৎ আগামী লোকসভা ভোটের আগে কোনওভাবেই সেই তথ্যাদি জানা সম্ভব হবে না। যদি সুপ্রিমকোর্ট উক্ত আবেদনটি গ্রাহ্য করেন। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, মোদী সরকারের নির্দেশেই রাষ্ট্রায়ত্ব স্টেট ব্যাঙ্ক, নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যে আনতে চাইছে না। যা সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়কে অসম্মানের সমান। এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূরের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ, মোদী সরকারের চালু করা নির্বাচনী বন্ড 'অসাংবিধানিক বলে খারিজ করে দেন। প্রসঙ্গত জানা যায় যে, স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে দফায় দফায় ১৬ হাজার ৫১৮ কোটি টাকার নির্বাচনী বন্ড বিক্রি হয়েছিল। এর মধ্যে ২০১৭ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা চাঁদা পেয়েছে। নির্বাচনী বন্ডের সংখ্যা ২২২১৭টি। এই সকল তথ্য উক্ত ব্যাঙ্কের কাছে থাকলেও, অত্যাশ্চার্যভাবে বন্ড ক্রেতাদের তালিকা কম্পিউটারে রাখার ব্যবস্থা হয়নি। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানে পাত্র-পক্ষকে লক্ষ লক্ষ টাকা যৌতুক দেওয়া বা বিভিন্ন সম্পত্তি (জমিজমা সহ) প্রদান করার প্রথা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। সংস্কার ও সমাজের বিধানে তা অদ্যাবধি খারিজ বা নাকচ করা সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও কি রাজনৈতিক যৌতুকস্বরূপ নির্বাচনী বন্ড বন্ধ করা সম্ভব হবে? অন্যথায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কেই কি অসম্মান করা হবে না?

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ■ কিশান বিকাশ পত্র
ডাকঘর মাসিক আয় প্রকল্প ■ ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট
সব রকমের শেয়ার কেনা-বেচা ■ মেয়াদী জমা এবং
জীবন বীমা-র
একজন বিশ্বস্ত ও
সরকার স্বীকৃত এজেন্ট
PARTHA KUMAR MAJUMDAR
C-86, RAMDASHATI, GARDEN REACH
KOLKATA - 700 024
PHONE : 2469-6063, MOB : 9433173987

ডায়মন্ডহারবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব

নিজস্ব সংবাদাতা— ২৪ শে ফেব্রুয়ারী'২৪ ডায়মন্ডহারবারের রবীন্দ্রভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাডেমির আয়োজনে, দুই দিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতায় ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পানালাল হালদার, এডিম (জেপি) সৌমেন পাল, অপর সংস্কৃতি অধিকৃতা কৌস্তভ তরফদার, এসডিও ডায়মন্ডহারবার অঞ্জন ঘোষ, সূর্য ব্যানার্জি, উক্ত আকাডেমির ভারপ্রাপ্তসচিব দেবজ্যোতি ঘোষ, উক্ত আকাডেমির সদস্য ও বিখ্যাত সরোদ বাদক জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান, কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, সোমাশ্রী বেতাল, হাসনা বানু শেখ, মোক্তার শেখ, ডায়মন্ডবারের পুর প্রধান প্রণব দাস প্রমুখ।

স্বাস্থ্যভবন অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা— গার্ডেনরীচ নাগরিক পরিষদের উদ্যোগে এবং গার্ডেনরীচ জেনারেল ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, জনগণের উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিতে ৬ মার্চ সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনে এক অভিযানের আয়োজন করা হয়। পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে এক পথসভা করেন। অতঃপর ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধিদল, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ নিয়োগীর সাথে তাঁর দপ্তরে আলোচনায় বসেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন নিমাই চৌধুরী, কুশল দেবনাথ, রেহানা বেগম, সুজাউদ্দিন, সাহেবে আলম, সাহী হোসেন সাহী। আলোচনার মধ্যে ডাঃ নিয়োগী প্রতিনিধি দলকে জানান যে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে গার্ডেনরীচ উক্ত নাগরিক পরিষদকে চিঠি দিয়ে জানাবেন এবং উক্ত হাসপাতালেই গিয়ে পরিষদের প্রতিনিধীদের সঙ্গে, হাসপাতালের বর্তমান সমস্যা এবং তার প্রতিকারের জন্য, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনা করবেন। এই আশ্বাস ও উন্নতমানের পরিষেবা কার্যকরী হলে, গার্ডেনরীচ ও মহেশতলার আপামর জনগণ উপকৃত হবেন বলে পরিষদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

গার্ডেনরীচে আকুপাংচার কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা— ২রা মার্চ গার্ডেনরীচের মুদিয়ালী বাজারে আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ডাঃ দেবাশীষ বক্সী ও ডাঃ ললিত প্রসাদ। এই কেন্দ্রের উদ্বোধনী ভাষনে ডাঃ বক্সী বলেন, এই চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ১৯৭৮ সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারতে ১৯৫৯ সালে ডাঃ বিজয় কুমার বসু এই চিকিৎসার সূচনা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৬ সালে আকুপাংচার কাউন্সিল গঠিত হয়। বর্তমানে কলকাতার নীলরতন সরকার, ভবানীপুর পুলিশ হাসপাতাল এবং ডাঃ বিজয়বসুর বাসগৃহ, আনোয়ার শাহ রোডে এই চিকিৎসা করা হয়। ভবিষ্যতে রাজ্যের জেলা হাসপাতাল এবং মহকুমা হসাপাতালেও এই চিকিৎসা বিভাগ হবে। বর্তমানে পৃথিবীর ১০০টির বেশি দেশে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা চালু রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবণ মহারাষ্ট্র সরকার ইতিমধ্যেই এই চিকিৎসা প্রদ্ধতির স্বীকৃতি দিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ডাঃ বিজয় বসু সহ একটি চিকিৎসক দল, অতীতে চীন দেশের প্রয়োজনে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা সূচনা করেন। সেখানে ডাঃ কোটনিসের নামে একটি হাসপাতাল রয়েছে এবং ডাঃ বসুর নামে স্মারক রয়েছে। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সংবর্ধিত করা হয়।

বজবজে সৃষ্টিশ্রী মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা— দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ১নং ব্লকে রবীন্দ্র কানন ও শিশু উদ্যানের নিকট, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, স্থানীয় বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল এবং নারী শিশু ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ শচী নস্কর সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ডায়মন্ডহারবারে নাট্যমেলা

নিজস্ব সংবাদাতা— পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমির সহযোগিতায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল ত্রয়োবিংশ নাট্যমেলা ডায়মন্ডহারবারের রবীন্দ্র ভবনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল সহ সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি, ডায়মন্ডহারবার পুরসভার চেয়ারম্যান, স্থানীয় এসডিও উক্ত নাট্য আকাডেমির সচিব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকো প্যাঁচার দল, স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব, উষভিক, ক্যালকাটা পারফরমার্স, ভবানীপুর শিশিক্ষু, দক্ষিণেশ্বর চরৈবেতি, দমদম ব্রাত্যজন, মহেশতলা রূপকথা দলগুলি তাদের নিজ নিজ নাটক মঞ্চস্থ করেন।

Chain_Layout 1 3/28/2024 6:19 AM Page 3

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের বাজেট

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) বাজেট বিধী ২০০৮ অনুসারে, ২৮ ফেব্রুয়ারি আলিপুরে জেলা পরিষদ কনফারেন্স হলে, জেলা পরিষদের সভাপতি, সহসভাপতি, অপর নির্বাহী আধিকারিক, বিধায়ক গণ, কর্মাধ্যক্ষ/কর্মাধক্ষ্যাগণ, সচিব, উপসচিব ও জেলা পরোষদের অন্যান্য সদস্য/সদস্যর উপস্থিতিতে ধ্বনিভোটে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়, উক্ত জেলা পরিষদের ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেট, যার অর্থমূল্য প্রায় ৮৭২.৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি হল গ্রামীণ সড়ক, পরিকাঠামোগত ব্যয়, পানীয় জল, মাদ্রাসা শিক্ষা ইত্যাদি। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি ও জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধিও প্রস্তাবিত বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য।

বজবজে পানীয় জল ও রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা— দক্ষিণ ২৪ পরগণা মহেশতলা, বজবজ ও পূজালী পুরসভা এলাকা সমূহে, সাধারণ মানুষের পানীয় জলের চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে, ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বজবজে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প এবংবজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক অশোক দেব, মহেশতলা পুরপ্রধানদুলাল দাস, বজবজ ও পূজালীর পুরপ্রদানগণ, জেলাশাসক ড. সুমিত গুপ্তা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পূজালীতে ফেরীঘাটের গ্যাংওয়ে ও পনটুন জেটির শিলান্যাস

নিজস্ব সংবাদদাতা— দক্ষিণ ২৪ পরগণার অধীন পূজালী পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে ফেরীঘাটের গ্যাংওয়ে ও পনটুন জেটির শিলান্যাস সম্প্রতি দূর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ড. সুমিত গুপ্তা, এসডিও আলিপুর তমোঘ্ন কর, বজবজের বিধায়খ অশোক দেব, পূজালী পুর প্রধান তাপস বিশ্বাস, উপপ্রধান ফজলুল হক এবং অন্যান্য প্রাক্তন কাউন্সিলরগণ।

সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রখ্যাত মিউজিক আরেঞ্জার, সুরকার বাবলু চক্রবর্তী স্মরণ সন্ধ্যা

অশেষ দে, কলকাতা— ১০ মার্চ ২০২৪ রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন, সল্টলেক এ অনুষ্ঠিত হল ষাট থেকে নব্বই দশকের বলিউড টলিউডের বিশিষ্ট বেহালা বাদক, মিউজিক আরেঞ্জার তথা সুরকার স্বর্গত বাবলু চক্রবর্তী'র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। ললিত দ্যা ভায়োলিন আকাদেমি'র প্রাণপুরুষ পন্ডিত তরুণ চক্রবর্তী'র উদ্দোগ ও বলিউডের বিখ্যাত ফিল্ম আর্ট ডিরেক্টর গাপা চক্রবর্তী'র উৎসাহ সহযোগিতায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বর্গত বাবলু চক্রবর্তী পরিবারের বোম্বাই ও কলকাতার প্রিয়জনেরা। সূচনায় স্বর্গত বাবলু চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা সম্মান জানান পরিবারের সদস্য-সদস্যারা পরে তারা স্মৃতিচারণ করেন।

প্রথমে ললিত ভায়োলিন আকাদেমির শিক্ষার্থীরা বেহালায় সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত,পন্ডিত তরুণ চক্রবর্তীর সৃষ্ট কম্পোজিশনে শ্রদ্ধাঞ্জলি, ও বাবলু চক্রবর্তীর সৃষ্ট সুরের বিখ্যাত কিছু কালজয়ী গান বেহালায় নিবেদন করেন সৌপর্ণ চক্রবর্তী,উৎসব বিশ্বাস, সৌপায়ন সরকার। এরপর পন্ডিত তরুণ চক্রবর্তী নিজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও ধূন নিবেদনে মুগ্ধ করেন। বাবলু চক্রবর্তী সুরারোপিত গান পরিবেশন করেন শিল্পী শম্পা রায় ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সুকন্যা কর্মকার। সুকন্যা তার দরদী কণ্ঠ ও আন্তরিক নিবেদনে মুগ্ধ করেন বিখ্যাত গানগুলি পরিবেশনে। অন্তিমপর্বের বেহালায় বৃন্দবাদনে আরাত্রিক, যোগী,হরিপ্রিয়া ও মরুতীর্থ পন্ডিত চক্রবর্তীর কম্পোজিশনে নিজে ও তার ছাত্রছাত্রীদের নিবেদনে অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা দান করে। এককথায় এই সুন্দর মনোজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি দর্শক শ্রোতাদের মনের মণিকোঠায় ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সন্ধ্যায় উপস্থাপকের ভূমিকায় ছিলেন অশেষ দে সাথে ঋতুপর্ণা মুখার্জী।

Chain_Layout 1 3/28/2024 6:19 AM Page 4

যুগ সাগ্নিক বসন্ত উৎসব (হুগলী জেলা কবিতা উৎসব ২০২৪)

অশেষ দে,হুগলী— ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার রামেন্দ্র পাঠাগার, কোন্নগরে অনুষ্ঠিত হল যুগ সাগ্নিক পত্রিকা আয়োজিত বসন্ত উৎসব তথা হুগলী জেলা কবিতা উৎসব ২০২৪। জেলায় জেলায় যুগ সাগ্নিকের বসন্ত উৎসবের এইটি ছিল দ্বিতীয় আয়োজন। হুগলী জেলার কবি

সাহিত্যিকদের উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সম্পাদক প্রদীপ গুপ্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তার সংগঠনের কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরেন, সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য। বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় কবি নন্দন গোস্বামী কে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অপর্ণা চন্দ্র। সঞ্চালনায় ছিলেন শাশ্বতী মোদক। কবিতা কথায় সঙ্গীতে আবৃত্তিতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। অভ্যর্থনায় ছিলেন হুগলীর সম্পাদক মলয় দাস। কবি বাচিক শিল্পী অশেষ দে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করেন। সকলকে মেডেল পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

অপরূপা উৎসা পত্রিকা সম্পাদক প্রতাপাদিত্য দেবের স্মরণ সভা

অশেষ দে,হুগলী ও কলকাতা- ২৫ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় উত্তরপাড়ায় সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক প্রতাপাদিত্য দেব এর স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় অপরূপা উৎসা ও আনন্দ পত্রিকার পক্ষ থেকে। এই সভায় ওনার স্ত্রী কন্যা আত্মীয় পরিজন উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপাড়ার পাশাপাশি হিন্দমোটর কোন্নগর রিষড়া, বালি, কলকাতা থেকে সাহিত্য পিপাসুদের উপস্থিতি ও তাদের স্মরণে মননে আলোচনায় শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় স্মরণ সভা। সকলেই অপরূপা উৎসা পত্রিকাটি যাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় বন্ধ না হয় তার কথা বলেন। কবিতায় গানে কথায় তাঁর এই স্মৃতিচারণ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সর্বানন্দ ব্যানার্জী দক্ষতার সঙ্গে স্মরণ সভাটি পরিচালনা করেন।

গার্ডেনরীচে মুদিয়ালী হাইস্কুলের জীর্ণদশা

নিজস্ব সংবাদদাতা— সংবাদে প্রকাশ, গার্ডেনরীচের অতি প্রাচীন মুদিয়ালী হাইস্কুলের জীর্ণদশা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকেরা। মাঝে মাঝে খসে পড়ে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে পলেস্তারা ওঠা সিমেন্টের চাঙড়। স্কুলের দোতলা ও তেতলায় ওঠার সিঁড়ির মাথার উপরেও একই দুরবস্থা। কখনও কখনও শিক্ষকেরাই লাঠি দিয়ে সেই জীর্ণ সিমেন্টের চাঙড় ভেঙে ঝরিয়ে দেন, যাতে তা কারো মাথায় বা গায়ে ভেঙে না পড়ে। এরই প্রতিবাদে ২২ শে মার্চ স্কুল গেটের বাইরে প্রতিবাদ অবস্থানে সরব হন এসএফআই-এর জেলা কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ। সেখানে বেশ কিছু অভিভাকও উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও এই অভিযোগ স্বীকার করে, স্কুলগৃহ সংস্কারের দাবি জানান। এসাফআই-এর এক প্রতিনিধি দল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে এই ব্যাপারে ডেপুটেশন দেন। বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুষেন মন্ডল জানান, এই স্কুলের নতুন ভবন তৈরি ও সংস্কারের জন্য, গার্ডেনরীচ পুরসভার বিল্ডিং বিভাগে ইতিমধ্যেই আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। তবে, এই কাজ করার আগে স্কুলের প্রায় ১৩০০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে কোথায় ক্লাস করানো সম্ভব হবে, সেই ব্যাপরেও চিন্তা রয়েছে। এই স্কুলের বিল্ডিং-এর সংস্কার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে তিনি জানান, তবে এই স্কুল ভবন ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় নেই।

সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা— সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি তারাতলার দিক থেকে সম্প্রীতি উড়ালপুলের উপর দিয়ে, দু'জন মোটরবাইক আরোহী মহেশতলার দিকে যাওয়ার সময়, রামপুরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডওয়ালে ধাক্কা মারলে, আরোহীদ্বয় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে। খবর পেয়ে মহেশতলা থানা কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে এসে তাদের উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকগণ তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত দুজন বাকি আরোহীর একজন তারাতলা এবং অপরজন শিবরামপুরের বাসিন্দা।

বসন্ত সমাগমে দোল উৎসবের আয়োজনে বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

সুদীপ কুমার দাস— দেশ জুড়ে দোল উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। রঙের প্যাকেট, আবির, কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ ও সেজে উঠেছে নানা রঙে। কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে বসন্ত উৎসব। ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা আয়োজিত 'বসন্ত সমাগমে' বিষয় ভাবনায় অনুষ্ঠিত এই উৎসবে আহ্বান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের। প্রভাত ফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রাসায়নিক রঙের পরিবর্তে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে বানানো আবির ব্যবহার করে খেলা হয় দোল। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কলেজের শিক্ষা কর্মীরা এই উৎসবে রঙ খেলার আনন্দ নেন। কলেজের বলাকা মুক্তমঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীরা আয়োজন করে নৃত্য এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান। সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করতে উপস্থিত থাকেন বেহালা পূর্ব বিধানসভার বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের টিচার ইনচার্জ নবকিশোর চন্দ বলেন, 'বসন্ত উৎসবের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী সহ আরও অনেকেই রঙের খেলায় মেতে উঠেছেন। এই উৎসব শুধুমাত্র হোলি উৎসব উদ্‌যাপন নয়, এই উৎসব পুনর্মিলন ঘটালো প্রাক্তনী এবং নতুনদের মাঝে।'

বসন্তোৎসবে গার্ডেনরীচ মাতোয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা— দোল উৎসব উপলক্ষ্যে সারা ভারতের যেকোনও রাজ্যের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে। আবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একই ঐতিহ্যময় অনুষ্ঠান বিভিন্ন নামে পালন করা হয়। বৈচিত্র্য বা জাঁকজমকের ক্ষেত্রে অবশ্যই তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন শারদোৎসব বা দুর্গোৎসবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালিত হয়। এই উৎসব বর্তমানে প্রায় পৃথিবীতেই পালিত হয়। বিহু উৎসব এবং গণেশ চতুর্থী উৎসব ভারতের কয়েকটি রাজে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বা হোলি উৎসব অথবা রঙ, আবীর পরস্পরলে হৃদ্যতার সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে আন্তরিকতা ও মিলনেরপরিবেশ সৃষ্টি করে তা এক কথায় নজীরবিহীন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ দোল বা হোলি উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে কলকাতা সংলগ্ন মেটিয়াব্রুজ-গার্ডেনরীচেও অবশ্য এই দোলবা বসন্তোৎসব সংগঠিত হত। কিন্তু এই উৎসবে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যখন অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ কে প্রথংে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে, অতঃপর কলকাতা পোর্ট সংলগ্ন বর্তমান বিএনআর-এ এবং সর্বশেষে অনুন্নত ও জঙ্গলময় মেটিয়াব্রুজ-এ নির্বাসনে প্রেরণ করেন। কিন্তু ওয়াজেদ আলি শাহ ছিলেন সাংস্কৃতিক বিবিধ গুণসম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি মেটিয়াব্রুজে এসে রাস ও দোল উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকেও এতে যুক্ত করেন। সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা গার্ডেনরীচ-মেটিয়াব্রুজে অদ্যাবধি বজায় রয়েছে। তিনি এখানে এসে বিরিয়ানী খাদ্য ও মশলা সুগন্ধি মুখশুদ্ধি পান খাওয়ার সংস্কৃতিও প্রচলিত করেন। এই অঞ্চলে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও জাঁকজমকের সঙ্গে দোল উৎসব অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ২৫ মার্চ পালিত হল। মুদিয়ালী, ফতেপুর ও পাহাড়পুর রোডে এই উপলক্ষে ইশানী সংঘ, গার্ডেনরীচ সংস্কৃতি কেন্দ্র, রণজিৎ শীল ফ্যান ক্লাব, প্রী ডান্স ফ্যামিলি প্রমুখ সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের সদস্য নৃত্যশিল্পী পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক এবং পরিবারবর্গ দোল উৎসবের প্রভাতফেরীতে দলে দেল যোগদান করেন। এই দৃশ্য ও জনস্রোত চোখেনা দেখলে অনুভব বা অনুমান করা খুবই কঠিন। এই সঙ্গে পা মেলাল স্থানীয় অনুরাগী মানুষজন। অনেকে আবার বাড়ির ছাদ বা অলিন্দ থেকেও শোভাযাত্রার অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেন। এক কথায় সারা গার্ডেনরীচই বসন্তোৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

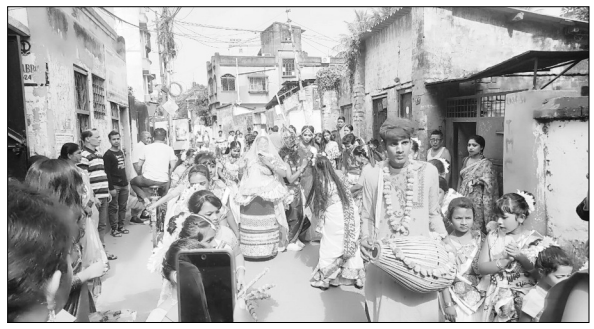

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্ত্বাধিকারী হৃষীকেশ পাল কর্তৃক, এন-১৮৮ /১, মুদিয়ালী প্রথম সরণী, গার্ডেনরীচ, কোলকাতা-২৪ থেকে প্রকাশিত এবং প্রিন্ট লাইন, এন-২২৯/এ, মুদিয়ালী রোড, কোলকাতা-২৪ থেকে মুদ্রিত
মোবাইল ঃ ৯৯০৩১৭১০০৮, **সম্পাদক ঃ হৃষীকেশ পাল।**
সহঃ সম্পাদকমণ্ডলী ঃ জয়ন্ত কুমার মল্লিক, দিবাকর দত্ত, তিমির বরণ পাল, পরিমল কর্মকার, পঙ্কজ মিত্র, অশেষ কুমার দে। আইনী উপদেষ্টা ঃ কাকলী পাল।